BENGALI

The Spoken Word

তবে কিসে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলে?

(প্রেরিত ১৯:৩)

(UNTO WHAT THEN WERE YE BAPTIZED)

বাপ্তাইজক যোহন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের অগ্রদূত হইয়া আসিবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ্তিস্ম, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর এক অংশ বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। যোহন, যর্দন নদীতে মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রদান করিতেন (মথি ৩ অধ্যায়) এবং লোকেদের হৃদয়ে যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্থান প্রস্তুত করাই তাঁহার সুসমাচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। (যিশাইয় ৪০:৩) স্বয়ং যীশুও যোহনের দ্বারা বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন। (মথি ৩:১৩-১৫) এবং তিনি আমাদের উদাহরণস্বরূপ।

অনেকে যাহারা আজ যীশু খ্রীষ্টকে উদ্ধারকর্তা ও প্রভু বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা নিজ নিজ মণ্ডলীগুলিতে মথি ২৮:১৯ পদের আজ্ঞানুসারে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পদবীগুলিতে বাপ্তাইজিত হইয়াছেন ; যেমন লেখা আছে, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।"

সেই একই ব্যক্তিগণ (শিষ্যগণ) যাঁহারা প্রভুর প্রত্যেকটি বাক্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা অস্বীকার করিয়া প্রেরিত ২:৩৮ পদের আদেশটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ? "তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেকজন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও ; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।" কারণ তাহাদের মণ্ডলীগুলির শিক্ষাতে প্রেরিত ২:৩৮ এর প্রকাশ না থাকার নিমিত্ত তাহারা পিতরের বলা উক্তিকে যীশুর দত্ত আজ্ঞার গৌণ বাক্য বলিয়া বিচার করে।

মথি ৪:৪ পদে স্বয়ং যীশু বলিয়াছেন যে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচিবে।"

অতএব প্রশ্ন করা যায় যে, পিতরের দ্বারা প্রেরিত ২:৩৮ পদের কথিত বাক্যটি যীশুর দ্বারা মথি ২৮:১৯ পদের কথিত বাক্যটির বিরোধিতা করে কি ? যদিও ঈশ্বরের বাক্য নিজের বিরোধিতা করেন না, তথাপি মানুষের সীমিত বিচারধারা ইহাই প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের অটল বাক্য দুইটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করে।

অনুগ্রহপূর্বক এই চিন্তাধারাগুলির বিচার করিয়া দেখুন, কারণ ঈশ্বরের বাক্য সত্য সুতরাং ইহার উত্তরটিও সুনিশ্চিত। (যোহন ১৭:৭) যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে চান এবং তাঁহার দ্বারা পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে এই সত্য আপনার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য এক প্রকাশ হওয়া উচিত। (তাঁহার মণ্ডলীর জন্য)। তাঁহার আগমন অতি নিকটবর্তী। নিষ্কপট ব্যক্তিগণ যে পথভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইয়া থাকে কারণ পবিত্র আত্মার দ্বারা যে প্রকাশ প্রদত্ত হইয়াছে, তার স্থান সংস্থা মণ্ডলীগুলির ধর্মতত্ত্ব (Theology) গ্রহণ করিয়াছে।

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম কি ? অনেকে যাহারা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন, তাহারা ইতিপূর্বে সংস্থা মণ্ডলীতে জল ছিটাইয়া কিম্বা অবগাহন বাপ্তিস্ম দ্বারা বাপ্তাইজিত হইয়াছেন, তথাপি তাহারা উক্ত নামটি জানেন না। অন্য কিছু লোক জলে বাপ্তিস্ম লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জলে বাপ্তিস্ম লইবার পূর্বে, উক্ত নামটি জানা আপনার নিতান্ত আবশ্যক।

পিতা একটি নাম নয়, পুত্র একটি নাম নয়, পবিত্র আত্মাও একটি নাম নয়।

আপনি নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বইতে যদি পিতা, পুত্র কিম্বা দাদু এই শব্দে সাক্ষর করেন তাহা কি অদ্ভুত বিষয় হইবে না ? আপনি জানেন যে এই প্রকার একটি চেক্ এর কোন কর্তৃত্ব থাকে না, তবে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পদবীগুলিতে বাপ্তাইজিত হওয়ার কি যুক্তি থাকিতে পারে ?

আপনি এপ্রকার বলিতে পারেন যে, "যীশু খ্রীষ্ট এইপ্রকার বাপ্তিস্ম দেওয়ার

জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তাহাই আমার জন্য পর্যাপ্ত।" ইহা সত্য যে যীশু এই আজ্ঞাটি দিয়াছিলেন এবং মথি ২৮:২০ পদ আমাদের এই দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রদান করে যে যদি এই আজ্ঞাটির শিক্ষা দেওয়া যায় ও পালন করা যায় তবে তিনি সর্বদা আমাদের সহবর্তী থাকিবেন।

দম্মেশকের রাস্তায় এবং অগ্নি স্তম্ভের মধ্যে থাকিয়া যে যীশু পৌলকে দর্শন দিয়াছিলেন, কিম্বা পঞ্চাশত্তমী দিনে সেই উপরের কুঠরীতে পিতর এবং অন্যান্য ১১৯ জন পুরুষ ও স্ত্রীদের যিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি কি সেই 'এক' যীশুই ছিলেন না ? (প্রেরিত ২:১-৪, যোহন ১৪:২৬-২৮) যোহন ১৪:১৬-১৮ পদে যীশু বলিয়াছিলেন যে, "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন ; যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সাথে থাকেন ; তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না ; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন এবং তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না। আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি।" ইনি আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি ক্রুশারোপিত হইবার পর মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন, ও তিনি, প্রেরিত ২:১৪-৩৬ পদে পিতরের মাধ্যমে কথা কহিয়াছিলেন এবং কথিত বাক্যগুলি যাহারা যীশুকে ক্রুশারোপিত করিয়াছিল, সেই লোকেদের হৃদয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল যে তাহারা হৃদয় বিদীর্ণকারী এই প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, "ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব ?" (প্রেরিত ২:৩৭) এবং ৩৮ পদে যীশু খ্রীষ্ট পিতরের দ্বারা কথা কহিয়া বলিয়াছিলেন যে, "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেকজন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও ; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।"

মথি ২৮:১৯ পদে যীশু যখন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজের ও নিজ নামের যথার্থ

সত্যতার প্রকাশের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, যেন প্রত্যেক নূতন জন্মপ্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ঈশ্বরের সন্তান তাহাদের স্বর্গস্থ পিতার নাম জানিতে পারে ও তাঁহার (যীশু খ্রীষ্টের) নামে বাপ্তাইজিত হইতে পারে, কারণ যীশু খ্রীষ্টই পিতার নামের প্রকাশ করিয়াছেন। (যোহন ১৭:৬)

অতএব, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম যীশু খ্রীষ্ট। (কলসীয় ২:৯-১০, ১ম তীমথিয় ৩:১৬— অনুবাদক)। সুতরাং একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কেবল সেই একমাত্র নাম অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের নামেই বাপ্তাইজিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জল ছিটা দ্বারা নয়, কিন্তু যীশু যেমন জলে নিমজ্জিত হইয়া বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকার বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, এবং এমন ব্যক্তির দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক যিনি এই প্রকাশ প্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

অতএব, আপনি যদি পদবীগুলি দ্বারা বাপ্তাইজিত হইয়া থাকেন, তবে পুনর্বার যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনার বাপ্তাইজিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের প্রেরিত ২:৩৮ পদ অনুযায়ী বাপ্তাইজিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ পবিত্র আত্মা পাওয়ার ইহাই একমাত্র ঈশ্বর নির্দ্ধারিত পন্থা। কলসীয় ৩:১৭ পদ বর্ণনা করে যে, "বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর ; তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।"

বাপ্তিস্ম নিশ্চিতরূপেই অপরাধ স্বীকার ও কার্য্যের একটি বাক্য।

ঈশ্বর যে তিনজন ব্যক্তির সমন্বয় ইহার উল্লেখ বাইবেলের কোন স্থানে নাই। ত্রিত্ব মতবাদ শাস্ত্রের বিপরীত এবং ভ্রান্তিপূর্ণ শিক্ষা। যোহন ৪:২৪ পদ অনুযায়ী "ঈশ্বর আত্মা ; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।" পুনশ্চ মার্ক ১২:২৯ পদে লেখা আছে, "হে ইস্রায়েল শুন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু, একই প্রভু।" পুনশ্চ ইফিসীয় ৪:৫-৬ পদ অনুযায়ী, "প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।

ত্রিত্ব মতবাদ, এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পদবীগুলি দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়ার প্রথাটি, যাহা প্রথম সংস্থা মণ্ডলীর এবং পরবর্তী সংস্থা মণ্ডলীগুলির আধার স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবে ৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে নাইসিয়া মহাসভায় এক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং আপনাদের পুস্তকাগারে এই মহাসভার বিবরণ হইতে এই বিষয় আপনারা যাচাই করিয়া লইতে পারেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে প্রকাশ তাহা সেই প্রস্তর, যাহার উপরে মণ্ডলী খ্রীষ্টের শরীরস্বরূপ নির্ম্মিত (মথি ১৬:১৬-১৮) কিন্তু মনুষ্যদের যুক্তি, ব্যক্তিত্বের ত্রিত্ব মতবাদ এবং পদবীগুলিদ্বারা বাপ্তিস্ম প্রদান বর্তমান প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহা দ্বারা সাম্প্রদায়িক (Denominational) পদ্ধতির জন্ম হইয়াছে, যেমন বর্তমান পর্যন্ত আছে।

ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪:২৪) কিন্তু তিন গুণ বিশিষ্ট (Threefold Manifestation) হইয়া প্রকাশিত অথবা তিনটি পদবীতে পরিচিত, পিতারূপে তিনি সর্ব বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে রক্ত ও মাংসের দেহধারণ করিয়া তিনি পুত্ররূপে প্রকাশিত এবং যখন আমরা তাঁহার বাক্য পাঠ করি, তখন তিনি নিজের প্রকাশ পবিত্র আত্মারূপে নিজের বাক্য দ্বারা আমাদের নিকটে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর আত্মা এবং যাহারা হারাইয়া গিয়াছিল তাহাদের পরিত্রাণের জন্য এবং তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত (Reconcile) করিবার জন্য, ঈশ্বর নিজে পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া তথা রক্ত ও মাংসের দেহধারী হইয়া আসিয়াছিলেন ইব্রীয় (১০:৫)। পুত্র, কুমারীর গর্ভ হইতে শরীররূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ এদন উদ্যানে কৃত মূল পাপকে এড়াইবার জন্য ইহা আবশ্যক ছিল ও এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার জন্যই পবিত্র আত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন (লূক ১:৩৫)। এই পরিকল্পনানুসারে পুত্র যীশুর কি দুই জন পিতা ছিলেন ?

ত্রিত্ব মতবাদ এবং ঐক্য মতবাদ উভয়ই ভ্রান্তিজনক। কেবল ঈশ্বরের বাক্যই

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সুতরাং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের স্বীকার করা কর্তব্য (১ম যোহন ৪:১৫)।

পুত্র যীশু, সেই শরীর অথবা রক্ত মাংস বিশিষ্ট এক তাম্বু (Tabernacle) ছিলেন (ইব্রীয় ১০:১৯-২০— অনুবাদক) যাঁহার মধ্যে পিতা, একটি আত্মা, বাস করিয়াছিলেন বা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রভু যীশুকে ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে না ; কিন্তু ঈশ্বরের প্রকাশরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন (যোহন ১:১-১৪)। সেই রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীর আমাদের (পাপের) বলিদানের কারণ হইয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমে আমরা নির্ভয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসিতে পারি (ইব্রীয় ১০:১৯), তাঁহার পরিচয় পাইতে পারি ও তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি। ১ম যোহন ৫:২০ পদে এই প্রকার লেখা হইয়াছে যে "আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহাতে সেই সত্যময়কে জানি ; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি ; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন।"

ঈশ্বর মাংসদেহ ধারণ করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিলেন ইহা বাইবেল স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে, আবার যোহন ১৪:৭ পদে পুত্র যীশু আপনার শিষ্যদের কহিলেন যে, "যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে ; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ।"

যদি তাহারা যীশুকে জানিত ! তাহারা সত্যই কি তাঁহাকে জানিত ? তাহারা তাঁহাকে অবশ্যই জানিত, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কেবল একজন মনুষ্যরূপে জানিত কিন্তু আত্মারূপী ঈশ্বর যে রক্ত ও মাংসরূপী শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এই প্রকাশ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যীশু যেমন বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা আমাকে জানিতে তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে" কেবল যে পিতাকে জানিত তাহা নয় বরং তাঁহাকে দেখিতেও পাইত। ইহা সেই প্রকাশ যাহা প্রকাশ করে যে, আত্মারূপী ঈশ্বর রক্ত ও মাংস বিশিষ্ট শরীরে পুত্ররূপী হইয়া দেহধারণ

করিয়াছিলেন এবং ইহারই উপরে খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে; এবং যে পুত্র ও কন্যাগণ নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে, এই প্রকাশটি জানা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, যেন তাঁহার আগমনের সময় তাহারা প্রভুর সহিত মিলিত হইতে পারে।

যীশু যোহন ১৪:১৬–২০ পদগুলিতে 'সেই সহায়' এর বিষয়ে বলিবার সময়ে সেই একই সত্যকে দৃঢ়রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, যাহা বিশ্বাসীদের জন্য ও তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা তখনই সম্ভবপর হইয়াছিল, যখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য পুত্রের রক্ত ও মাংস কালভেরীর মধ্য হইতে গমন করিয়াছিল। যদিও তখন পর্যন্ত 'সেই সহায়' আসেন নাই তথাপি তাহারা তাঁহাকে জানে বলিয়া 'যীশু' বলিয়াছিলেন ! কেন ? কারণ স্বয়ং যীশুই 'পবিত্র আত্মা' ; 'সেই সহায়', রক্ত ও মাংসরূপী শরীরে দেহধারী হইয়াছিলেন ও কালভেরীতে মৃত্যুবরণ করার পর 'তিনি' তাহাদের কাছে আসিবেন ও তাহাদের মধ্যে বাস করিবেন।

শাস্ত্রে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ও তাঁহার নামের যে প্রকার প্রকাশ উল্লেখ (Refer) করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করা এই প্রবন্ধটির (Tract) লক্ষ্য নয়, কিন্তু ত্রিত্ব মতবাদ ও ত্রিত্ব পদবীগুলি (Titles) ব্যবহার করিয়া বাপ্তিস্ম দেওয়ার যে ভ্রান্ত শিক্ষা সেই দিকে আপনার মনোযোগ (Attention) কে জাগ্রত করাই ইহার উদ্দেশ্য, যেন আপনারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করিয়া এই সমস্ত বিষয় সত্য কিনা তাহা জানিতে পারেন (প্রেরিত ১৭:১১)।

ঈশ্বর তাঁহার বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার মণ্ডলীর জন্য আগমন করিবার পূর্বে, তিনি এলিয়ের শক্তি ও আত্মায় পরিপূর্ণ একজন ভাববাদীকে প্রেরণ করিবেন যেন নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে তাঁহার যে সন্তানেরা তাহারা বাক্যের প্রতি পুনর্বার ফিরিয়া আসে, এবং এই (Tract) প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু তথা অন্যান্য সত্যগুলি সদাপ্রভু আপনার দাস উইলিয়ম ব্র্যানহামের সেবাকার্য্যের মাধ্যমে সমর্থন করিয়াছেন (মালাখি ৪:৫–৬)।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার নিজের এবং তাঁর নামের, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, এই সত্য প্রকাশ আপনার নিকটে প্রকাশিত করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা ও প্রার্থনা। যোহন ১৭:৩ পদের বক্তব্য, "ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।"

পরে মথি ২৪:৪৪ পদে যীশু আরও বলিয়াছিলেন, "এইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে মুহূর্ত তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন।" সুতরাং আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী বর্তমান পর্যন্ত খ্রীষ্টিয় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়া না থাকেন, এবং আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে আগ্রহী হ'ন তবে আপনি প্রার্থনা পূর্বক প্রভুর নিকটে অপেক্ষা করুন এবং প্রেরিত ২:৩৮ পদ অনুযায়ী বাপ্তাইজিত হউন।

for books contact :

S.DANIEL SAMPATH KUMAR

No. 147, Thirunilai colony ,
vichoor post , chennai - 600 103

E-Mail : sdanielsampathkumar@gmail.com
Website : danielendtimebooksministry.org
Phone No : 99419 74213 , 96001 71260